প্রথমদিনই ভুল প্রশ্ন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ২ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২ এপ্রিল ২০১৯ ০২:০৫

সোমবার একযোগে সারা দেশে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা। বগুড়া সদরের সাবগ্রাম এলাকায় বগুড়া কলেজে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পরীক্ষার্থী হওয়ায় কলেজের বারান্দায় পরীক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা ফোকাস বাংলা নিউজ

এ যেন গত এসএসসি পরীক্ষারই পুনরাবৃত্তি। গতকাল সোমবার থেকে সারাদেশে শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায়ও বিভিন্ন কেন্দ্রে ভুল প্রশ্ন বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোথাও কোথাও প্রশ্নপত্রের সেট পরিবর্তন, নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র অনিয়মিতদের সরবরাহ আবার নিয়মিতদের মধ্যে অনিয়মিতদের প্রশ্ন বিতরণ হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। ফলে এমন অব্যবস্থাপনায় ভোগান্তিতে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। বিষয়টি জেনে অভিভাবকরাও ক্ষুব্ধ। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র চিহ্নিত করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অবহেলাকারীদের খুঁজে বের করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের প্রতি।

এ বছর আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে এ পরীক্ষায় ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৫০৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। গতকাল পরীক্ষার প্রথমদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এইচএসসিতে বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র, বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র (ডিআইবিএস) এবং আলিমে কুরআন মজিদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন

অনুপস্থিত ছিল সব বোর্ড মিলিয়ে ১৪ হাজার ৯৮৮ জন। অসদুপায়

অবলম্বনসহ নানা কারণে বহিষ্কার হয়েছেন ২৭ জন। দিন শেষে পরীক্ষা মনিটরিং কক্ষের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি এবং উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সকালে রাজধানীর বেইলি রোডে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আমি আশা করি এসএসসি পরীক্ষার মতোই এইচএসসি পরীক্ষাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। সবার সহযোগিতায় প্রশ্ন ফাঁসহীনভাবেই আমরা পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করতে পারব। শিক্ষক, পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং গণমাধ্যমসহ সবার সহযোহিতা চাই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাই আমাদের সহযোগিতা দিচ্ছেন।

জানা গেছে, ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও মানিকগঞ্জে সিংগাইর কলেজে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পুরনো প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়। একইভাবে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবলে মিরপুর আলিফ সোবহান চৌধুরী অনার্স কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ২০১৬ সালের প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। ভুল ধরা পড়ার ফলে ৩০ মিনিট পর ফের নতুন প্রশ্ন দেওয়া হয়। তবে এমন ঘটনা মোট কতটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ঘটেছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক জানান, ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে কয়েকটি কেন্দ্রে আমরা প্রশ্ন বিতরণে ভুল হওয়ার খবর পেয়েছি। আরও কোথাও হয়েছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখছি। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপক জিয়াউল হক বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র চিহ্নিত করে রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যেসব কেন্দ্রে ত্রুটি হয়েছে, সেখানকার দায়িত্ব পালনকারী কেন্দ্র সচিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রুত তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায়ও বিভিন্ন কেন্দ্রে ভুল সেটের প্রশ্নপত্র বিতরণ, মুদ্রণ ত্রুটিযুক্ত প্রশ্নপত্র বিতরণের ঘটনায় ভোগান্তিতে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। এ নিয়ে সারাদেশে সমালোচনা শুরু হয়। পরীক্ষা অবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয় শিক্ষা প্রশাসন।

একাধিক শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নির্ভুলভাবে পরীক্ষা আয়োজনে সরকার কেন ব্যর্থ হচ্ছে? কোথায় সমস্যা? এর খেসারত কেন শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপবে। আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এ প্রসঙ্গে গতকাল এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সাংবাদিকদের জানান, এসএসসি পরীক্ষায় অব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি ইতোমধ্যে প্রতিবেদন দিয়েছেন। আমরা সেটি দেখছি, সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এসএসসি পরীক্ষার ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে লক্ষ্যে এবার কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের। তাতেও ভুল থেকে রেহাই মেলেনি।

পরীক্ষায় মাঠপর্যায়ে দায়িত্বশীলদের শিক্ষাবোর্ড থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিলÑ পরীক্ষা কক্ষে প্রশ্নপত্র পাঠানোর সময় সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। প্রতিটি কক্ষে ছক অনুযায়ী প্রশ্নের বিবরণী তৈরি করতে হবে। পরীক্ষার দিনগুলোয় ট্রেজারি অফিসারের কাছ থেকে ওই দিনের অন্য সব সেটের প্রশ্নপত্রের সিকিউরিটি প্যাকেটে সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্ন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার দিন বোর্ডের এসএমএস মোতাবেক সেটের প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হবে। পরীক্ষার দিন, সময়, বিষয়, সেট কোড নিশ্চিত হয়েই প্যাকেট খুলতে হবে। পরীক্ষা শুরুর সাত দিন আগে কেন্দ্রের নিয়মিত, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ভার্সন অনুযায়ী তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য ছক করে দিয়েছে বোর্ড। এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলা বলে গণ্য হবে।

শেয়ার ফেসবুক